সম্প্রীতি মঞ্চ

HRCBM

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities

[An NGO in Consultative Status with ECOSOC of the United Nations]

www.hrcbm.org

”অর্পিতসম্পত্তি আইন ও দেবোত্তরসম্পত্তি দখল: সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার ”

শীর্ষক সেমিনার

আয়োজক:
সমপ্রীতি মঞ্চ এবং হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস

প্রধান অতিথি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী
ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ

অনুষ্ঠান সভাপতি:
অধ্যাপক ড. অজয় কে রায়

আলোচনায়:
বাংলাদেশের সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, আইনবিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ

সেমিনার প্রবন্ধ উপস্থাপনায় :

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

সেক্রেটারী জেনারেল , হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস -বাংলাদেশ

জাতীয় প্রেসক্লাব, বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০০৯ অপরাহ্ন ৪.৩০ মিঃ

যোগাযোগ

হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস
(এইচ আর সি বি এম - বাংলাদেশ)
(বাংলাদেশ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মানবাধিকার কংগ্রেস)
স্বামী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাষ্ট
১২ কে এম দাশ লেইন, টিকাটুলি, ঢাকা- ১২০৩
বাংলাদেশ
e-mail: < *hrcbm.dhaka@gmail.com*>; Tel: 88-02- 7119977 mobile; 01720808810

জাতীয় প্রেসক্লাব, বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০০৯ অপরাহ্ন ৪.৩০ মিঃ
সেমিনার নিবন্ধ

"অর্পিতসম্পত্তি আইন ও দেবোত্তরসম্পত্তি দখল : সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার "
- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

১৯৪৭ সালে বৃটিশশাসনাধীন ভারতবর্ষ শুধু স্বাধীনতাই লাভ করেনি দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত প্রজাতন্ত্র হয়েছিল । সে সময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমীর আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম এ উপমহাদেশের ইতিহাসে অমোচনীয় অধ্যায় রচনা করেছে ।

অধ্যাপক আবুল বারকাত উল্লেখ করেছেন,"ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগ ঘটেছে সাধারণ মানুষকে (হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে ধর্মই হোক না কেন) জিজ্ঞাসা না করে; তাদেরকে দেশ বিভাগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না করে: তাদের মতামত উপেক্ষা করে– যে কারণে সমসাময়িক সময়ে একদিকে যেমন ধোকাবাজি স্লোগান ছিল "হাত মে বিড়ি মুখ মে পান, লাড়কে ল্যঙ্গে পাকিস্তান" আর অন্যদিকে সুদূরপ্রসারি চিন্তার মানুষরা বলেছিলেন, "ইয়ে আজাদি ঝুটা হায় লাখো ইনসান ভূখা হায়" । তবু ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগটা হয়েই গেলো (তাতে মানুষের মতামত নেবার প্রয়োজন পড়েনি) । মোটামুটি এক ধর্মের মানুষের সংখ্যাধিক্য আর রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্ম ব্যবহারের আধিক্য হেতু সামন্ত-চেতনার পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে ধর্মীয়জঙ্গিত্ব যত প্রবল রূপ নিলো ভারতে ঠিক ততটা হলো না । কারণ, বিশাল ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাহার এবং সেই সাথে শুরু থেকেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশে সাম্য-সমতাধর্মী বিষয়াদিকে সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল । পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । যে -কোন রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে– কিছু হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন"; মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবত রাখতে "ইসলামের বিপন্নতা" ছিল একমাত্র স্লোগান (সংবাদ, ২৭ এপ্রিল ০৫)" । সামরিক ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতাপ্রিয়তা পাকিস্তানকে কোথায় দাঁড় করেছে ,তা আজ আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা ?

একারণে ১৯৪৭ পরবর্তীতে ১৯৫০, ১৯৬৪ এবং ১৯৭১ এদেশে হিন্দুর জায়গা-জমি-সম্পত্তি, নারী মালে গানিমাৎ হয়ে যায় ।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের সাথে যৌথ নির্বাচনের স্বার্থে হিন্দু নেতবৃন্দ গোপন পাঁচ দফা চুক্তি করেছিলেন । এ চুক্তির ফলে ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলায় সরকার গঠন করতে পেরেছিল । আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হিন্দুরা চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে কোটা আদায় করেছিল, যুক্তনির্বাচনের বিনিময়ে । পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার কিছুকাল 'কোটাপ্রথা' বহাল রেখেছিল । তারপর জলের রেখা জলেই মিলে গেল । স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধান ছাড়া আর কিছুই পায়নি । বিগত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) মোট ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার বা ৬০ লক্ষ মানুষ শত্রু/শত্রুসম্পত্তি আইনে ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি দখলচ্যুত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন । এর সাথে রয়েছে নানা ধরনের নিপীড়ন,নিঃস্বতা,জোরপূর্বক উচ্ছেদও বঞ্চনা জনিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের দীর্ঘ ইতিহাস ।

১৯৭২ এ শত্রুসম্পত্তি আইন বাতিল করার নৈতিক দায়িত্ব ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের- তারা তা করেন নি । পরবর্তীতে জিয়া-এরশাদ এবং বেগম জিয়ার সরকারের কাছে তারা উপেক্ষিত হবে দলীয় স্বার্থে এটাই স্বাভাবিক । কেননা, জালদলিল ও ভূয়া কাগজপত্র ও অর্পিতসম্পত্তির নাম দিয়ে যেভাবে হিন্দুসম্পত্তি গত চার দশক দখলে রেখেছে .তাতে ক্ষমতার সাথে থাকাই হচ্ছে এদের একমাত্র রাজনীতি । অর্পিত সম্পত্তির নামদিয়ে ০.৯% শতাংশ সংখ্যাগুরু মুসলিম লাভবান হলেও ৯৯.১% শতাংশ মুসলিমকে সাম্প্রদায়িকতার বিভাজন দিয়ে হিন্দুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে ওঠা সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৃষ্টি হয়েছে দেশের মধ্যে এক অবিশ্বাসের পরিবেশ যার পরিণতিতে প্রায় দেড় কোটি হিন্দু মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছেন ।

অধ্যাপক আবুল বারাকাত তাঁর "বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা :অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস' (পাঠক সমাবেশ, ২০০৯) শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,"শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু খানাগুলো যে সহিংসতার শিকার হয়েছেন তার প্রকৃতি ও ধরন বিশ্লেষণ করলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে । গত দশ বছরে (১৯৯৬-২০০৬) অর্পিতসম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু পরিবারের বিরুদ্ধে সহিংসতার শিকার আওয়ামী লীগ আমলের (১৯৯৬-২০০১) তুলনায় বিএনপি -জামাত চারদলীয় ঐক্যজোটের পরিচালিত সরকারের শাসনামলে (২০০১-২০০৬) দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল । সংক্ষেপে বলা যায়,এসব নির্যাতনের উদ্দেশ্য একই ,আর তা হিন্দুদের স্থায়ীভাবে একটি ভীতিকর পরিবেশে রাখা,হিন্দুদের মনে করিয়ে দেয়া যে, তারা এদেশে অবাঞ্ছিত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক,সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে একটি মানস-কাঠামো তৈরি করা যে এ দেশ শুধু তাদেরই,মুসলমানদের প্রভুত্ব/আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি । (পৃষ্টা-৮৪)"

১৯৭৪ পর অর্পিতসম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় আইন বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সায়েম, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া ও জেলারেল এরশাদ অর্পিতসম্পত্তি সংক্রান্ত সামরিক আইন অধ্যাদেশ-৭৬ জারী করে বহাল রাখেন । ফলে, হিন্দুদের সম্পত্তির 'অর্পিত সম্পত্তি করার দায়িত্ব দেয়া হয় তহশিলদারদের ।

১. অধ্যাপক আবুল বারাকাত হিন্দু জনগোষ্ঠির উপর গত চার দশকের প্রভাবের গবেষণায় দেখিয়েছেন : 'About 1.2 million households and 6 million people belonging to the Hindu community have been directly and severely affected by the Enemy/Vested Property Act. The community has lost 2.6 million acres of its own

land in addition to other moveable and immovable property. The approximate money value of such loss (US $ 55 billion) would be equivalent to 75 per cent of the GDP of Bangladesh (at 2007 prices). The EPA/Vested Property Act has compelled Hindus to break family ties. Stress and strain, mental agony and a fuelling of religious fundamentalism have been the offshoot. The deprivation led to the growth of a communal mindset in what had been a historical secular climate and context. Prof. Barkat points out that 53 per cent of the family displacement and 74 per cent of the land grabbing occurred before the country's independence in 1971."বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা :অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস'(পাঠক সমাবেশ, ২০০৯,পৃষ্টা-৬২)

২. বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পত্তির হিসাবের সাথে ভূমিমন্ত্রণালয়ের হিসাবের গড়মিল রয়েছে : " The Bangladeshi newspaper Daily Sangbad (21st March 1977) alleged that at that point in time, according to the government's own figures, 702,335 acres (2,842 km²) of cultivable land and 22,835 homes were listed as enemy property.According to a report of the Land Ministry in October 2004,submitted to a parliamentary standing committee "445,726 acres of vested property out of 643,140 acres ended up in encroachment across the country. "Grabbers gabbled up more than two thirds of vested property as the government lost control over the lands as the custodian and its long-line dithering blocked anti-encroachment efforts," the report said. (The Daily Star, 15 October 2004) .

৩. অধ্যাপক বারাকাত তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন কোন দলের ভুমিখেঁকোরা কতটা হিন্দুদের সম্পত্তি দখল নিয়েছে (২০০১-২০০৬) সে বিষয়ক পরিসংখ্যান:"Prof Barkat found that politically powerful people grabbed most of the land during the reign of the BNP-led alliance government between 2001 and 2006. Politically powerful people grabbed most of the Hindu lands during the reign of Begum Khaleda Zia's.. Forty-five per cent of the land grabbers were affiliated with the BNP, 31 per cent with the Awami League, eight per cent with Jamaat-e-Islami and six per cent with the Jatiya Party and other political organisations, the New Age and the Daily Janakantha, on 27 May.07 quote Prof Barkat .

৪. অর্পিতসম্পত্তির বদান্যতায় ভূমিমন্ত্রণালয়ের সরকারী আমলা থেকে মাঠ প্রশাসনের ব্যক্তিগত সহকারী, পেশকার, কারনীক, পাইক, পেয়াদা, লস্করগণ ভূমির মালিক হয়েছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুর উত্তরাধিকার অস্বীকৃত হয়েছে The Hindu who was a member of a joint family left this country for India without taking the share of the property was not an owner of his share. His part would remain with the family and rest of the successors would be the owner of the whole property. But the government illegally declared a part or full portion of the property as enemy property and evicts the owners from their lands.

৫. Father is the owner of the property of joint family. Sons are not the owner of the property so long as the father is alive. In this situation, if any son leaves the country for India, he is not leaving any property as enemy property because this Hindu law is still prevalent in the country. The inheritance of property in a Hindu joint family all over Bengal is being determined by the system of Dayabhaga, not Mitakshara which is primarily practised in India. The former suggests the fact that a son inherits the property after the death of his father while according to the latter system of the Hindu inheritance rule; a son can inherit the property of his father on the very moment of his birth.

৬. If any Hindu citizen with his legal passport was traveling India, he was also declared enemy and his property was taken over by the Government. To the contrary, thousands of Muslims were living and working in England, America and Middle East Countries etc. But their properties were not taken over by the Government.

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর হিন্দু নাগরিকের সম্পত্তি বিশেষ কারণে 'শত্রুসম্পত্তি' আইনের আওতায় আনা হ'ল। স্বাধীন বাংলাদেশে 'শত্রুসম্পত্তি' আইনের রূপান্তর ঘটিয়ে 'অর্পিতসম্পত্তি' আইন বলবৎ রাখা হ'ল। হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন লঙ্ঘন করে স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপর 'শত্রুসম্পত্তি' আইন চালু রাখা থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র (যা কিছুকাল আগে পাকিস্থান ছিল) তার সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি পাকিস্থানী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ধে উঠতে পারেনি। Since then the issue has been rolling with ordinances, amendments, circulars, memos, committee and so on. But no tangible action has yet been taken by the Government to solve the contentious issue of minority Hindus. 'Property ownership has been a contentious issue since independence when many Hindus lost land holdings due to unequal application of the law.' Said a U S State Department report in 1993.

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপীল ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি মি: দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন যে (Now that Bangladesh is a sovereign and independent state and as a member of the comity of nations, has friendly relations with India, retention under its own possession of any property belonging to an Indian national, which had been

under possession of the Government of Pakistan because of the war between India and Pakistan or which has been mistakenly taken possession of by the Government of Bangladesh purportedly under the Pakistan Ordinance No. 1 of 1969 or the Bangladesh act XLV of 1974 does not similarly appear to be in keeping with law and equity and restoration of such property to the lawful owner seems to be just and proper under the law of the land and the principle of the Law of Nations, if the said owner so desires.# (Reprinted from Dacca Law Reports November, 1978 Volume XXX)

1. অর্পিতসম্পত্তি আইন জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ : ২৭ ; অনুচ্ছেদ ২৮(১), অনুচ্ছেদ ২৯(১), অনুচ্ছেদ ২৯(২) নাগরিকের অধিকারকে লঙঘন করে আসছে। ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশের হিন্দুদের সম্পত্তি নিয়ে অর্পিতসম্পত্তি আইনের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টিতে অর্পিত সম্পত্তি আইন পাকিস্তানী সামন্ত শাসকগোষ্ঠি প্রণীত বহু বিধি ও উপ বিধি তৈরির প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি । হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে প্রমান পাওয়া যায়, ঘোষিত সকল আইন ব্যাপক অন্যায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ করেছে । এবং হিন্দুর মানবাধিকারকে ন্যাক্কারজনকভাবে লঙ্ঘন করেছে। এই বিধিগুলো এরূপ :1. The East Bengal (emergency) Requisition of Property Act XIII of 1948;The East Bengal Evacuees (Administration of Property) Act VIII of 1949; The East Bengal Evacuees (Restoration and Possession)) Act XXIII of 1951; The East Bengal Evacuees (Administration of Immoveable Property) Act XXIV of 1951; The East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removal of Documents and Records Act of 1952 ; The Pakistan (Administration of Evacuees Property) Act XII of 1957; The East Pakistan Disturb Persons (Rehabilitation)Ordinance No,1 of 1964; The Defence of Pakistan Ordinance NO.XXIIIof 6th September 1965; The Defence of Pakistan Rules of 1965,
2. The Enemy Property (Custody and Registration) Order of 1965 ; The East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings Administration and Disposal Order of 1966. ;The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) Ordinance No. 1 of 1969 ;Bangladesh (Vesting of Property and Assets) President's (Order No. 29 of 1972). ;The Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act (XLV of 1974) ;The Vested and Non-Resident Property (Administration) Act (XLVI of 1974) ;The vested and Non-Resident (Administration)(Repeal)Ordinance 1976 The Ordinance, (No. XCII of 1976).The Ordinance No. XCIII of 1976. ;The Circular of May23,1977,The Clause for Searching "Concealed Vested Property"of Circular of 1977; The declation of President Ershad on 31 July1984,and two circulars dated 26th February 1990 and 31 March 1990 issued by the Ministry of Land Revenue,Government of Bangladesh and circular dated 4 November 1993 of the Ministry of land Revenue;
3. ["The Vested Property Return Bill 2001' passed by the Parliament on 29th March 2001 ,after installation of New Government under BNP-Jamaat-e-Islami Alliance in October 2001, The Enemy Property Ordinance (repeal) Act 1974,....and till then in vogue and is still active in amended form (2003),the infamous"Vested Property Act"]

জেনারেল এরশাদের ১৯৮৪ সালে নিষেধাজ্ঞার পর নতুন কোন সম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি ঘোষণা করা নিষেধ ছিল কিন্তু সব কিছু অবজ্ঞা করে ১৯৮৯ সালে হাজার হাজার একর সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে শত্রুসম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি আইনি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই।

'শত্রুসম্পত্তি আইন' সম্বন্ধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের (আপিল বিভাগ) মাননীয় বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন, মাননীয় বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন এবং মাননীয় বিচারপতি তোফাজ্জেল ইসলাম ২০০৪ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে 'সাজু হোসেন বনাম বাংলাদেশ' মামলায় এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। এই ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়েছে, 'শত্রুসম্পত্তি আইন' একটি মৃত আইন, অর্পিতসম্পত্তির নামে আইনি প্রয়োগের ভিত্তি নেই।' বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের (আপিল বিভাগ) এর উক্ত রায়ে বলা হয় : Since the law of enemy property itself died with the repeal of Ordinance No. 1 of 1969 on 23-3-1974 no further vested property case can be started thereafter on the basis of the law which is already dead. Accordingly, there is no basis at all to treat the case land as vested property upon started VP Case No-210 of 1980. (৫৮ ডিএলআর-২০০৬ পৃ. ১৭৭-১৮৫)। অর্থাৎ '২৩ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ায় শত্রুসম্পত্তি আইন নিজেই মৃত; পরে এই আইনের ভিত্তিতে আবার অর্পিতসম্পত্তি কেস রুজু করা আর যায় না, যেহেতু এই আইনটি ইতিমধ্যে নিজেই মৃত। তদনুযায়ী ১৯৮০ সালের ভিপি কেস নং-২১০-এ ভূমির কেস কোনোক্রমেই অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করার কোনো ভিত্তি নেই।'

এই ঐতিহাসিক রায়টি ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট দে'য়া হলেও দু'বছর পর ডি এল আরের ২০০৬ সালে তা প্রকাশ পায়। অতএব, ২৩ মার্চ ১৯৭৪ সালের পর জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া-শেখ হাসিনা সরকারের আমলে তহসিলদারদের দিয়ে লুক্কায়িত অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধার ও তহশীলদারদের চাকরির তৌফা হিসেবে যেসব হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্ত বা কেস করা হয়েছে, তা অবৈধ। কোন দল কতটা হিন্দু সম্পত্তি দখল নিয়েছে ,তা অধ্যাপক আবুল বারকাত তার গবেষণা গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ইতোপূর্বে তা বলেছি। অতএব, ২৩ মার্চ ১৯৭৪ সালের পর যেসব স্থাবর ও অস্থাবর হিন্দুদের সম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি হিসেবে সরকার তালিকাভুক্ত বা মামলা

করেছে তা প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও বৈধ মালিকদের কাছে ফেরত দেয়া হোক। দেশত্যাগী বা দেশান্তরী বাঙালি যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্বের আইনমতে বৈধ নাগরিক যাদের পৈত্রিক সম্পত্তি , অর্পিতসম্পত্তি হিসেবে সরকার তালিকাভুক্ত বা লীজভুক্ত করেছেন, আমরা দাবি করছি, তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন। সম্পত্তি ফিরে পাওয়া তাদের সাংবিধানিক অধিকার। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এটা করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। এবার আমরা অন্য বিষয় দেবোত্তরসম্পত্তি দখল বিষয়ক আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি ।

দেবোত্তর ও অর্পিত সম্পত্তি প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ সরকারের সুষ্ঠু আইনানুগ ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতার অভাবে বিগত তিন দশকের উর্দ্ধে দেশের দেবোত্তরসম্পত্তি , শশ্মানঘাট, সমাধিক্ষেত্র মহলবিশেষের স্বার্থে শত্রুসম্পত্তি হিসাবে ব্যক্তিমালিকানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে অসংখ্য দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় আত্মসাৎ করা হয়েছে। সমাধিক্ষেত্র দখল করে ব্যক্তি মালিকানায় দখল নেয়া হয়েছে। *হিন্দুনাগরিকগণের দেবোত্তরসম্পত্তি ব্যবহারের নির্ব্যূঢ়* অধিকারকে বহুক্ষেত্রে খর্ব করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশনের মোকদ্দমায় মাননীয় বিচারপতি জি জি সাহা সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন যে "একবার যে সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে পরিগনিত হয়েছে বা হবে তা' আদি অনন্তকাল পর্যন্ত দেবোত্তর সম্পত্তিই থাকবে, কখনই সেক্যুলার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে না।"(৫১ ডি এল আর, হাইকোর্ট পৃ: ৩০০)। উচ্চ আদালতের এই রায় বহাল থাকা সত্বেও অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় এমনকি শত্রুসম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং মন্দির ও হেরিটেজ বিল্ডিং লীজ দেয়া হয়েছে।

দেবোত্তর সম্পত্তি ও সাংবিধানিক অধিকার প্রসঙ্গ

বিগত (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামী লীগ সরকার ২১-১২-১৪০৫ বাংলা ১২-০৪-১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছিল :'দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ কোথায় কি ভাবে আছে সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ; কোন দেবোত্তর সম্পত্তি বেহাত হইয়া থাকিলে উহা উদ্ধার এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী যাহাতে দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইতে পারে তাহা ধর্মমন্ত্রনালয় এবং স্থানীয় প্রশাসন সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

মন্ত্রিসভার উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়ে একটি সেল ও কমিটি গঠন করা হয়। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের ওই সেল ভূমিমন্ত্রণালয়ের সহায়তার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একটি পরিসংখ্যান দাঁড় করতে সক্ষম হয়। এ তথ্য সংগ্রহে ভূমি মন্ত্রনালয়ের মাঠ প্রশাসনের পরিবেশিত তথ্যে ৪৬৬টি উপজেলা, ঢাকা মহানগরের ২টি রাজস্ব সার্কেল, চট্টগ্রাম মহানগরীর রাজস্ব সার্কেল এবং রাজশাহী মহানগরীর রাজস্ব সার্কেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বলে জানা যায়। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সেল প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট দেবোত্তর সম্পত্তি পরিমান প্রায়-**৩২,৬৭৩.৭১০৩** (বত্রিশ হাজার ছয় শ' চুহাঁত্তর) একর। তম্মধ্যে বেহাত হওয়া সম্পত্তির পরিমান ১৯৩০.০০ (উনিশ শ' ত্রিশ) একর মর্মে *প্রকাশিত এক নিবন্ধের উদ্ধৃতি মোতাবেক জানা যায়।*

দেবোত্তর সেলের তথ্য অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তির বিভাগওয়ারী বিবরণ নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	জেলা সরকার	উপজেলা সংখ্যা	মোট দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমান (একর)	বেহাত হওয়া সম্পত্তির পরিমান
ঢাকা	১৭ টি	১৩৩ টি	৩৬৭০.৫৯২৫	৯৮০.৫১৯৬
রাজশাহী	১৬ টি	১২৭ টি	২৮৪৪.৮৭৩৭	৪৬৯.৭৫২৩
সিলেট	০৪ টি	৩৫ টি	২৩৯৬৯.৩৪১৫	২৫০.৮৭৫০
খুলনা	১০ টি	৬৩ টি	৪৫৪.৪৪১৮	১৩২.৫৯০০
বরিশাল	০৬ টি	৩৮ টি	৪২১.৮১০৫	২২.০৩৫৪
চট্টগ্রাম	১১ টি	৯৩ টি	১৩১২.৬৫০৩	৭৩.৫৮৮০
মোট=	**৬৪ টি**	**৪৮৯ টি**	**৩২৬৭৩.৭১০৩**	**১৯২৯.৩৬০৩**

(সূত্র : দেবোত্তরসম্পত্তি নিয়ে হচ্ছে কি? প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস (অঞ্জলি ১৪১১ পৃ: ১০৫-০৬)

তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারনা উর্পযুক্ত পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ ও বাস্তবতার আংশিক উপস্থাপন মাত্র। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জরিপেও অনেক দেবোত্তরসম্পত্তি দেববিগ্রহের নামে রেকর্ড না হয়ে বাংলাদেশ সরকারের নামে রেকর্ড হয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় ভুয়া কাগজ বানিয়ে বা দেখিয়ে ভূমি প্রশাসনের একশ্রেণীর কর্মকর্তা- কর্মচারীর সহায়তায় ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করা হয়েছে। এসব নিয়ে বহু মামলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেবোত্তরসম্পত্তির ভূমি রের্কডের বালাম বইয়ের পাতা বিনষ্ট করা হয়েছে। আমাদের সূত্র মতে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুরা দেওয়ানি আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষিত রায় ও ডিগ্রি লাভের পরও রায় ডিগ্রিদারগণ নামপত্তন ও জমা খারিজ করে খাজনা আদায় দিতে পারছেন না। এছাড়াও কি পরিমান দেবোত্তরসম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত আছে যা ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। *তারপর দীর্ঘ এক দশক এদেশে দেবোত্তর সম্পত্তি অনুসন্ধানের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি ।*

এখানে আমাদের দেবোত্তরসম্পত্তির বেহাত হওয়ার করুণ দৈন্যদশা এবং মাঠপ্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কয়েকটি নমুনা তুলে দেয়া হল -

১. ঢাকা টিপুসুলতান রোডস্থ শঙ্খনিধিমন্দির সরকারের হেরিটেজ বিল্ডিং তালিকাভূক্ত । অথচ ঢাকার জেলা প্রশাসক মন্দিরকে অর্পিত তথা শত্রুসম্পত্তি হিসাবে লীজ দিয়ে মোটর ওর্য়াকসপ করতে অনুমতি দিয়েছেন (জে.প্র.ঢা/অর্পিত/১০৪/৬৭-১২১৪(সং) তারিখ ১৬/৪/০৮) কেস নং ৬/২০০৪ । হিন্দুর সম্পত্তি তা মন্দির হোক আর হেরিটেজ বিল্ডিং হোক উত্তরাধিকার সম্পত্তি যা হোক না কেন ? স্বাধীনতার পর এটা শত্রু সম্পত্তি হতে পারে না ।

২. দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানাধীন দগরবাড়ি গ্রামে "শ্রী শ্রী গোপাল জিউ ঠাকুর" সম্পত্তি দখলের পায়তারা চলছে । চট্টগ্রাম চট্টেশ্বরীসহ অন্যাণ্য মন্দিরের সম্পদ দখল, রংপুর জেলাধীন পীরগাছা থানা ৩নং ইটকুমারী সর্বজনীন দেবোত্তর সম্পত্তি জেলাপ্রশাসক অর্থের বিনিময়ে লীজ দেয়ার পায়তারা করছে ।

৩. দিনাজপুরের কান্তজী মন্দিরের জমিতে মাদ্রাসা-মসজিদের নামে দখল নেয়া হয়েছে । বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কান্তজী মন্দিরের জমিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে মাদ্রাসা করে কীভাবে ? যেখানে জেলা প্রশাসন কান্তজী মন্দিরের কাষ্টডিয়ান বা অভিভাবক ।

৪. এই রাজধানী ঢাকা শহরে আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি টিপুসুলতান রোডস্থ শঙ্খনিধিমন্দির পরিবহন সমিতির কার্যালয়, টিকাটুলিরোডস্থ স্বামী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ষ্ট্রাষ্ট-এর ৪ বিঘা জমি অবৈধভাবে দখলে ,হাটখোলাস্থ শ্রী শ্রী লক্ষীজনার্দণ জিউ ঠাকুর ষ্ট্রাষ্ট-এর ত্রিশ বিঘা জমি অবৈধভাবে দখলপূর্বক মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ষ্ট্রাষ্ট কর্তৃক লীজ প্রদানের মাধ্যমে "রাজধাণী সুপারমার্কেট" নামে ব্যবসাকেন্দ্র ,জয়কালীমন্দির রোডস্থ রামসীতা মন্দির; হৃষিকেশদাশ রোড-বানিয়া নগরের শ্রীশ্রী সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দির ও ৭ বিঘাজমি অবৈধ দখলে,শত বছরের পুরাতন হেমেন্দ্র দাস লেনস্থ শ্রী শ্রী মদনমোহন গৌরনিতাইদেব বিগ্রহ মন্দির এক ভূমিসন্ত্রাসী ভূয়াকাগজ দেখিয়ে বিচারের কারসাজিতে দখল নিতে চাচ্ছে । ঢাকার সূত্রাপুরের লক্ষীবাজার শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ন মন্দির,ফরাসগঞ্জের বিহারীলাল আখড়াকে কেন্দ্রকরে এক শ্রেণীর হিন্দুনেতার মন্দির দখলের অশূভ তৎপরতা সহ অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটছে । দিনাজপুর ও চাঁদপুরের কয়েকটি মন্দির নিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও এক শ্রেণীর হিন্দুনেতার কারসাজি ও নেপথ্যচারিতা চলছে । এছাড়া উর্দ্দুরোড, উয়ারী, র‍্যাকিং ষ্ট্রীট, রায়সাহেববাজার, বনগ্রাম, মিটর্ফোড, ফরিদাবাদ, পোস্তগোলা, পাগলা, নারায়ণগঞ্জসহ বহু মন্দির ও ট্রাষ্টিসম্পত্তি অনুরূপ ভাবে অবৈধ দখলে রয়েছে খোদ রাজধানী ঢাকা শহরে । এক শ্রেণীর হিন্দুনেতার সহযোগিতায় অপূর্ব লাল ষ্ট্রাষ্ট (ওয়ারি) ২ বিঘা জমি ২০০৭ সালে ভূমি খেকোর দখলে; সূত্রাপুরে ৩০০ বছরের প্রাচীন শিবমন্দির ২০০৯ সালে ভূমিসন্ত্রাসীর দখলে, পুলিশ তদন্ত করছে বলে আশ্বাস দেয়া হলেও দখলমুক্ত হয়নি ।

৫. সরকারের সুনিদিষ্ট সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় এই ভূমি সন্ত্রাসী মন্দির দখলকারী তথাকথিত সংগঠন চক্রের বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । দেশের অনেক গুলো মন্দিরের সম্পত্তি দখলের ঘটনা আর বলছি না । এসব বিষয়ে আমরা বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই ।

পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যাসহ অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছে সত্য । কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে (১৯৬৫-১৯৭১) হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে প্রাদেশিক সরকারকে দখল বা লীজ দিতে দেয়নি । পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক কারণে শত্রুসম্পত্তি আইন দ্বারা নিগ্রহ করেছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নাগরিককে দেশান্তরী করেছে- দাঙ্গা বাধিয়ে হত্যা করেছে বটে । এখন সেই শত্রু আইনের রূপান্তরিত আইনে হিন্দুরা সর্বশান্ত হচ্ছে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার দেবোত্তর সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি করে তা' নিয়ে ক্ষমতার ব্যূহ সৃষ্টি করেনি । বরং পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক সরকারকে সর্তক করেছে যেন কোন অবস্থায় দেবোত্তরসম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত না হয় । এখানে উল্লেখ করা যায় যে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের ভূমিমন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত মেমো নং ১৮৭২-২১৮/৬৮ ইপি তারিখ ২৫/৩/১৯৭০ সার্কুলারটি আইন মন্ত্রনালয়ের সম্মতিক্রমে জারি করা হয় । এই সার্কুলারটি বাংলানুবাদ করলে দাঁড়ায়: 'দেবোত্তরসম্পত্তি যে দেবতা কিংবা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তা যদি কোন শত্রু দেশে স্থানান্তর করা না হয়ে থাকে, তা হলে ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলের ১৬৯(৪) নং বিধান বলে দেবতার ওই সম্পত্তির সেবাইত, শত্রু দেশের নাগরিক এই অজুহাতে এই সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি হিসাবে আইনত গ্রহণ করা যাবে না । কারণ এই সম্পত্তির মালিক সেবাইত নয় । যদি সেবাইতের পদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় তা'হলে সে বিরোধ আদালতে মীমাংসা হতে পারে । প্রাদেশিক সরকারের শত্রু সম্পত্তি দপ্তর কোন ক্রমেই দেবোত্তর সম্পত্তিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না ।" ।

বাংলাদেশে মন্দির, উপাসনার স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করার কোনো সরকারের মাথা ব্যথা আছে কিনা তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় । অথচ সরকার সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপালনে দায়বদ্ধও জাতির কাছে সাংবিধানিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আমরা শংকিত একারণে যে গত ত্রিশ বছরে যে আর্থ-সামাজিক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যে মৌলবাদী ধারা সম্প্রসারিত করা হয়েছে; তার নেপথ্যে হিন্দুদের কখনো প্রকাশ্যে কখনো নেপথ্যে মূলধারা থেকে বিছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে ।

আজ আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ১৯৫৬ সালে হিন্দু নেতৃত্ব জেনে শুনেই যুক্তনির্বাচন মেনে নিয়েছিল তাদের আদর্শ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে । ১৯৫৫ সালে আওয়ামীলীগের সাথে যৌথ নির্বাচনের স্বার্থে হিন্দু নেতৃত্বের গোপন পাঁচ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এ চুক্তির ফলে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের ১১ সদস্য মন্ত্রী-সভায় ৫ জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন । স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৫ বঙ্গবন্ধুর ক্যবিনেটে ৩ জন মন্ত্রী ছিলেন । তারপর ৩৩ বছরে ১৯৭৫-২০০৮ পর্যন্ত কোন হিন্দু ক্যবিনেট মন্ত্রী ছিলেন না ।নবম সংসমে মহাজোটের বিরাট বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় ৩ জন সংখ্যালঘু সাংসদ চৌত্রিশ বছর পর স্থান পেয়েছেন ।

মুক্তিযুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম,স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যার দায়িত্ব পালনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জআমান মহোদয়ের জনসংযোগ অফিসার হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম । ৯

ডিসেম্বর ১৯৭১ শত্রুমুক্ত যশোরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ঘোষণা দিয়েছিলেন 'স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হল'। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ সংবিধিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ' ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত' হয় , যা সামরিক সরকারের বাংলাদেশের সংবিধানে ৫ম সংশোধনী দ্বারা ' ধর্মনিরপেক্ষতা 'বিলুপ্ত করা হয়।

পঁচাত্তরের আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর সামরিক ফরমান দিয়ে জনপ্রতিনিধি দ্বারা ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান সামরিক ফরমান দিয়ে সংশোধন করে ৫ম সংশোধনীর নামে নতুন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রেতাত্মা প্রতিস্থাপন করে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল গড়ার সুযোগ করে দেয়। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে সামরিক ফরমানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ৮ম সংশোধনী দিয়ে 'ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম' জারি হয়। বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ দল সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে আপত্তি জানালো, হরতাল করলো। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের আষ্টম সংশোধনী আংশিক বাতিল করলেন । কিন্তু এদেশের হিন্দুরা সংখ্যালঘু বাঙালি জাতিসত্তা হারিয়ে তথাকথিত বাংলাদেশী ও ইসলাম রাষ্ট্রধর্মে ধাঁধাঁয় সম্বিত হারিয়ে ফেলে। বদরুদ্দীন উমর লিখলেন, হিন্দুরা প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না জানিয়ে দেশত্যাগ করছে'। বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুরা চোখে, মুখে, আকারে ঈঙ্গিতে সার্বক্ষণিকভাবে মৌন প্রতিবাদ করছে। বিশ্ববাসী তা জানেন কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তা তিন দশক দেখেও দেখেননি।

২০০১ সালের বিএনপি- জামাত সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, সে ব্যাপারেও সন্তোষজনক তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন সময় পূজা অনুষ্ঠানের সময় প্রতিমা ভাংচুর, শ্লীলতাহানির ঘটনার খবরও পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুদের বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনাও ঘটেছে।২০০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৭৮টি মন্দিরে হামলা, ৫২ জনকে হত্যা, ২৯ জনকে অপহরণ এবং ১৬১টি লুণ্ঠন ও লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে। একটি উন্নয়ন সংস্থার তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের এ চিত্র তুলে ধরে রিলিজিয়াস ফ্রিডম রিপোর্ট-২০০৬ (সমকাল, ১৮ সেপ্টেম্বর '০৬)।

বাংলাদেশের হিন্দুদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও আইনের শাসন উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত। গত ছয় দশকে হিন্দুরা কোন অবস্থান থেকে কোন পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে ,তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে আপোষহীন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস' ইতোপূর্বে উচ্চ আদালতে ২০০১ মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কারণে রীট মামলা করেছিল (রীট মামলা নং ৩৩৮০/২০০৬)। মাননীয় উচ্চ আদালত সরকারের প্রতি রুল জারী করেছেন, সরকার আপীল করেছেন। পরবর্তীতে ৭ মে ২০০৯ মাসে মাননীয় উচ্চ আদালত অন্য একটি রীট মামলায় বাংলাদেশ সরকারকে দু'মাসের মধ্যে কমিশন গঠন এবং ২০০১ মালের মানবতা বিরোধি অপরাধের তদন্ত ও ছ'মাসের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট দাখিলের আদেশ প্রদান করেছেন ।' হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস' পক্ষে আমরা অর্পিত সম্পত্তি উপর উচ্চ আদালতে আগষ্ট ২০০৮ মাসে রীট মামলা (রীট মামলা নং ৬৮৯২ /২০০৮) রজু করেছিলাম । মাননীয় উচ্চ আদালত অর্পিত সম্পত্তি আইন অবৈধ ঘোষণা করে ২৮ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে সরকারের প্রতি রুল জারী করেছেন। ১৯৬৫ সালের শত্রুসম্পত্তি অধ্যাদেশ জারীর পর অর্পিত সম্পত্তি আইনের উপর এটাই ছিল প্রথম রীট।

চতুর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) সংবাদপত্রে হিন্দুদের প্রতি শতাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কেসের কোন প্রতিবিধান হয়নি। হিন্দু মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক খবর আমাদের কাছে আসছে। চাঁদপুরে ৪টি হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি জবর দখল করা হয়েছে। ১৫ মে ২০০৯ চাঁদপুরে যখন মন্ত্রী সরকারি সফরে রয়েছেন, তখন চাঁদপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের লাঠিয়াল বাহিনী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর জমি দখল করছে। মাদারীপুরের উত্তম ব্যানার্জীর পৈত্রিকসম্পত্তি খাস দেখিয়ে ভূয়া কাগজ বানিয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কমিশনারের নির্দ্দেশ সরকারীদপ্তরে এসব কাগজের কোন সত্যতা বা বৈধতা নেই। তবু জেলার এডিসি (রাজস্ব)এর নেপথ্যচারিতায় ভূমিসন্ত্রাসীর প্রতি ধর্মীয় দুর্বলতা আইনের শাসন পালন হচ্ছেনা। দিনাজপুরে জ্যের্তিময় ব্যানার্জীর নিজস্ব সম্পত্তিতে এক এনজিও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ভূমিহীন নামে আদিবাসি বসিয়েছে প্রশাসনের মদতে। বগুড়ার শেরপুর উপজেলার টি এন ও' র ছত্রছায়ায় মা ভবানী মন্দিরের পুকুরের মাছ সন্ত্রাসীরা লুট করেছে জুন মাসে। পঞ্চগড় জেলায় মন্দিরধ্বংসসহ সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে ভূমি সন্ত্রাসীরা । নওগাঁয় সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখলের অভিযোগ (জনকণ্ঠ, ২৪ মে ০৯) প্রকাশিত সংবাদে বিএনপির ভূমি সন্ত্রাসীর পক্ষে পুলিশ কাজ করছে উল্লেখ রয়েছে। ভূমি দস্যুদের বেপরোয়া আচরণে অসহায় নারায়নগঞ্জের মানুষ। পুলিশ বিব্রত (জনকণ্ঠ, ২৪ মে ০৯) শিরোনামে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় এসব ঘটনা প্রায়ই ছাপা হচ্ছে।

চট্টগ্রামে সরকারের লাইসেন্সী শতজন স্বর্ণ বন্ধক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চার বছর আগে বন্ধকী ১০৪ কেজি স্বর্ণ চোরা কারবারের নামে জব্দ করে হিন্দু ব্যবসাইতদের পথে বসিয়েছে। ২০হাজার খাতকগণ এই শত স্বর্ণব্যবসায়ীদের তাড়া করে ফিরছে। ইতোমধ্যে চার জন ব্যবসায়ী আতংকে মারা গেছেন আর দেশান্তরী হয়েছেন ১২জন।নিম্ন আদালত ও মাননীয় উচ্চ আদালতের স্বর্ণ ফেরত দেয়ার রায় থাকলেও সরকার আপীল বিভাগে অর্থপাচারের মামলা করেছেন। হতভাগ্য হিন্দুস্বর্ণব্যবসায়ীরা হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস'কাছে আবেদণ জানিয়েছে। আমরা সরকারের এবিষয়ের প্রতি আশু দৃষ্টি কামনা করছি। এসব হতভাগ্য হিন্দু ব্যবসায়ীদের বৈধব্যবসা করার ও বেঁচে আকার অধিকার নিশ্চিন্ত করুন। বিগত ছয় মাসের সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন এলাকার হিন্দু মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত ঘটনাগুলো সরকার তদন্ত ওআইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।এসব বিষয়ে আমরা বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই।

এই সেমিনারে আমরা প্রস্তাব রাখতে চাই : ভারতের সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনার জন্য 'বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার কমিশন' গঠন করে যে দৃষ্টান্ত রেখেছে, তা অনুসরণ করা। এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনার জন্য একটি 'মাইনরিটি কমিশন, মাইনরিটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হিন্দু দেবোত্তরসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মাইনরিটি ফাউন্ডেশন বা বোর্ড গঠন করা হোক। একমিশনের মাধ্যমে আমাদের সংখ্যালঘুদের সমস্যার সার্বিক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব। এদেশের সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনার বিষয়ে আমরা বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৃজন করেছিলেন গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহমান ও জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানের কাঙ্খিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পারবো কি?
আমরা এদেশের সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের মানবাধিকার ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে সরকার প্রধানের সাথে আলোচনায় জন্য সদয় সম্মতি আশা করি। পরিশেষে, এবিষয়ে আমরা আজকের সেমিনারে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করছি ।

সেমিনারের সুপারিশসমূহ :

ক) জনগণের আস্থাভাজন বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রতি আবেদন, ২৩ মার্চ ১৯৭৪ সালের পর যেসব স্থাবর ও অস্থাবর হিন্দুদের সম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি হিসেবে সরকার তালিকাভুক্ত বা মামলা করেছে তা প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও বৈধ মালিকদের কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক (উচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক)।

(খ) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দেবোত্তরসম্পত্তি সেলকে কার্যকর করার স্বার্থে আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ের সহায়তার একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্যাক্ট ফাইডিং কমিটি গঠন এবং হিন্দুধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ। এবং ফ্যাক্ট ফাইডিং কমিটি দ্বারা সকল প্রকার দালিলিক তথ্যাদিসহ দেবোত্তর সম্পত্তির মূল আর,এস এবং এস,এ রেকর্ড পর্যালোচনা করা হোক।

গ) এই ফ্যাক্ট ফাইডিং কমিটির উপর দেবোত্তরসম্পত্তি সম্পর্কিত হিন্দুধর্মীয় বিধি বা দ্য এনডোমেন্ট এ্যাক্ট বিস্তারিত পর্যালোচনা করা এবং সময়োপযোগী করে দেবোত্তরসম্পত্তি আইনের সংশোধনসহ এর প্রয়োগবিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক।

ঘ) হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন করে ভারতীয় হিন্দু নারীর ন্যায় সমঅধিকার প্রদান করা হোক।

ঙ) বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানপর্যালোচনার জন্য একটি 'মাইনরিটি কমিশন' গঠন,'মাইনরিটি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' সৃজন ও 'দেবোত্তরসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে 'মাইনরিটি ফাউন্ডেশন বা বোর্ড' মাইনরিটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণে গঠণ করা হোক ।

চ) ১৯৭২ সালে গণপরিষদ প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ রূপ প্রতিস্থাপন করা হোক ।অমুসলিম নাগরিকদের শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হোক।

ছ) পচাঁত্তর আগস্ট পরবর্তী সংবিধানের ৫ম ও ৮ম অগণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক সংশোধনীর বাতিল করা হোক। যেসব স্থাবর ও অস্থাবর হিন্দুদের সম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি হিসেবে সরকারি তালিকাভুক্ত বা মামলা করেছে, তা প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও বৈধ মালিকদের কাছে প্রত্যার্পণ করা হোক।

জ) হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে (কুম্ভমেলা, গয়াধাম, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, পুরীধাম, বৃন্দাবনধাম, প্রভৃতি) বার্ষিক ধর্মীয় অনুশীলন ও শাস্ত্রীয় পর্যটনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশেষ ট্রেন সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ঝ) ১৮৬০ খ্রিঃ 'পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ', 'রাণী আনন্দকুমারী সারস্বত মন্দির', ১০৬ কে পি ঘোষ স্ট্রীট, আরমানিটোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এটি একমাত্র সংস্কৃত ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত ছিল। আমরা এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পুর্নজাগরণ চাই এবং এলক্ষ্যে হিন্দুধর্মীয়পাঠ ও সংস্কৃত শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার সরকারী প্রয়াসের আবেদন জানাচ্ছি ।

ঞ) বাংলাদেশের প্রতিটি হিন্দুমন্দিরে একক পন্ডিত/পুরোহিতভিত্তিক হিন্দুধর্ম শিক্ষা কার্যক্রম সরকারকেই চালু করার দায়িত্ব (যেমন ঈমামের বেতন ও ভাতা দায়িত্ব সরকার বহন করে) গ্রহণ করা হোক ।

ট) হিন্দু বিবাহনিবন্ধন (বর্তমানে প্রবাসে প্রযোজ্য) করণে প্রতিটি হিন্দুমন্দিরের পুরোহিত- দায়িত্ব -ভিত্তিক 'হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনবিধি' জারীর দাবী জানাচ্ছি। একজন বিচারপতির নেতৃত্বে'বাংলাদেশ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধি' প্রনয়নকমিটি গঠন' করা হোক।

উপস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, বাংলাদেশ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব (ওএসডি), মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার একজন সংগঠক, লেখক-গবেষক, সেক্রেটারি জেনারেল, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস (HRCBM- Bangladesh)
e-mail: < *hrcbm.dhaka@gmail.com*>; Tel: 88-02- 7119977 mobile; 01720808810